বিদায় বেলা

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বলে আমায়	৩
মোক্ষ লাভের সন্ধানে	৪
বিদায় শেষ রবি	৫
নতুন বছর	৬
মনটা চাই রাজার মতো	৭
নতুন বছরের আগমন	৮
প্রথম প্রেম	৯
এক অঙ্গে উভয় সত্তা	১০
কাটিয়ে সকাল	১১
ভরসার স্থান	১২
মকর সংক্রান্তিতে টুসু	১৩
ধ্বংস	১৪
পরশপাথর	১৫
ঘর জামাই	১৬
তত্ত্বকথা	১৮
C/O ফুটপাথ	১৯
দিও না ফাঁকি	২০
মহামিলন	২১
পথিক	২২
শশীবালা	২৩
ফাগুন চাইলে	২৪
এলোমেলো	২৫
*বন্ধুর জন্মদিনে	২৬
সহপাঠী	২৭
বিদায় বেলা	২৮

BANGLADARSHAN.COM

বলে আমায়

ফুল বলে,
আমার সুগন্ধ নিয়ে জগত ভরিয়ে দাও,
আকাশ বলে,
আমার নীলিমায় তুমি বিহঙ্গ হয়ে উড়ে বেড়াও,
বাতাস বলে,
আমার দোলে দোল খেয়ে তুমি ধানের শীষে ঢেউ খেলাও,
নদী বলে,
আমার বুকে তরী ভাসিয়ে ভব নদী পার হও,
বই বলে,
আমায় তুমি পড়ে অন্যের জ্ঞান বাড়াও,
সময় বলে,
প্রত্যেকটি মুহূর্ত উপভোগ করে জীবনের ব্যাপ্তি ঘটাও,
প্রেম বলে,
আমার তুমি গ্রহণ করে অন্যকে
ভালোবাসতে শেখাও।

BANGLADARSHAN.COM

মোক্ষ লাভের সন্ধানে

ওরে ক্ষ্যাপার দল,
মোক্ষ লাভের পথে চল,
এগিয়ে চল আলোর পথে,
আমি আছি তোদেরই পথে।

মানুষ রতন চিনে নিয়ে
মেতে ওঠ আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে,
বুঝতে হবে সঠিক মতে,
চল সবাই আদর্শের পথে।

মানব জনম পরম প্রাপ্তি,
বিভেদ হিংসা যৎপরোনাস্তি,
ষড় রিপু সময়ে ত্যাগ করতে,
দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না দিনান্তে।

BANGLADARSHAN.COM

বিদায় শেষ রবি

আস্বাদন করি বছরের শেষ রবির অস্তমিত কাল,
টকটকে লাল রঙে ভাসিয়ে দিয়েছে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল,
লোভ লালসায় জিব থেকে লালা ঝরে অনন্তকাল,
কালের ভ্রূকুটির ব্যাপ্তি নয় যে ক্ষণকাল,
এ বছর চারদিকে শুধু চিতার তীব্র অনল।

বিদায় জানাতে চাই ২০২১ এর বিষাক্ত সময়কাল,
বিষের গহ্বরে অস্থি মজ্জার ক্রমশ চলাচল,
শেষ হোক ভয়ংকর বিভীষিকাময় আকাল,
আস্বাদন করি বছরের শেষ রবির অস্তমিত কাল।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন বছর

আইল আবার ঘুইরা ঘুইরা
একটা নতুন বছর,
সুখ দুঃখ আর আনন্দে
কাইট্যা গেল কত প্রহর।

শীতের হিমেল বাতাস নাচে
শিউলি গাছের ডালে,
ভ্রমণ পিপাসু মনটা উদাস
বেড়ানোর তালে,
তলপি তলপা সঙ্গে লইয়া
রেলগাড়ীতে উইঠ্যা পর।

নলেন গুড়ের পায়েস খামু
মনটা পিঠা খাওয়ায়,
পৌষ সংক্রান্তির মেলায় গিয়া
চড়ুম নাগরদোলায়,
চলনা মোরা আনন্দের নদীতে
ভাসাই তরী জীবন ভর।

BANGLADARSHAN.COM

মনটা চাই রাজার মতো

ভাবছি বসে একটা কথা
রাজার মতো মনটা চাই,
পাই না কিছু সময় মতো
দুঃখ আফসোস নাই রে ভাই।

ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি
ঘন কুয়াশার আবরণ,
সবুজ নতুন কচি পাতা
আবার মনে বসন্ত আন।

ভাব সাগরে ডুব দিয়েছি
অঙ্গ হল সোনার বরণ,
ধূসর মলিন অপ্রাপ্তিগুলো
নতুন করে জাগায় স্বপন।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন বছরের আগমন

নতুন বছর নতুন দিন
বলে কিছু আছে নাকি?
সব দিন তো একই রকম
একুই আর বাইশে ফারাক কি?

একই আকাশ একই বাতাস
একই রকম দিন ও রাত,
পুরোনো বছর কেটে গিয়ে
এসেছে শুধু নতুন প্রভাত।

নতুন বছর তখনই হবে
যেদিন ঘুচবে অশিক্ষার অন্ধকার,
দারিদ্র্যতার অবসান হয়ে
বুর্জোয়া নীতি হোক ছারখার।

BANGLADARSHAN.COM

আসুক এমন নতুন দিন
যেদিন বৈষম্য নীতি ধূলোয় মেশে,
মানবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠত্ব পাক
নানা ধর্মের মিলন বেশে।

প্রথম প্রেম

ভালোবাসাটা মনের ভিতর রেখেছিলাম অনেক যত্ন করে,
ফুলের কুঁড়িকে পল্লব যেমন আগলে রাখে ধরে,
শশীবালা তার রূপের চ্ছটায় ভরিয়ে রাখে ধরণীরে,
ঝিনুকগুলো তরঙ্গের ফেণিল সিঁড়ি বেঁয়ে উঠে চলেছে উপরে।

লোহিত কণিকার দ্রুত প্রবাহ ভালোবাসা
নিয়ে চলছে শিরা ধমনীর ঘরে ঘরে,
মাহেন্দ্রযোগ গভীর রাতে জাগরণ ঘটায় নরম পথটি ধরে,
ভালোবাসা রিক্ত ডালিতে সুশোভিত আজ অহংকারে,
প্রথম প্রেমের আলাপনে মন অলংকৃত হয় নবীন করে।

BANGLADARSHAN.COM

এক অঙ্গে উভয় সত্তা

আমি পুরুষ আমিই প্রকৃতি
একই অঙ্গে উভয় সত্তা
হোক না ভিন্ন রীতি।

নারী সত্তার গোপন জঠরে
সৃজনশীল কাজের মেলে গতি,
স্বর্গসুখের উদ্যানে তাই,
পূর্ণতা পায় পরম তৃপ্তি।

কোথায় খুঁজে বেড়াও নারী
মনের মতো পুরুষ আকৃতি,
মনের ভেতর ঘরে সে যে
বসে আছেন রয়ে চুপটি।

BANGLADARSHAN.COM

যত্ন করে রাখো তারে
লালন করো যথারীতি,
পুরুষ সত্তা বাঁচিয়ে রেখে
সম্মান করো নারীর সৃষ্টি।

কাটিয়ে সকাল

কুয়াশার চাদরে মুখ ঢেকে আছে
আজ লাজবতী সকাল,
চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে
রোদের অপেক্ষায় নাজেহাল।

ধূসর গগনে রবি উঁকি মারে
এলো মেলো টাল মাটাল,
কুয়াশার আজ জেদ বেড়েছে
অবসাদকে করেছে ঢাল।

ঝরা পাতার খসখসানিতে
মন পাখি দেয় না উড়াল,
ভাবনার অতলে শুধুই যাওয়া
কাটাতে হবে আজি এ কাল।

BANGLADARSHAN.COM

ভরসার স্থান

তোমার উপর আমার পূর্ণ ভরসা
তোমায় ভেবে আকুলতা
তোমার স্পর্শে শুষ্ক হৃদয়
হয়ে ওঠে সরসা,
তুমিই যে আমার শেষ ভরসা।

কেউ মানে তোমার কথা
আবার কেউ দেয় গো তোমায় ব্যথা,
অভয় দিলেও কেউ বোঝেনা
তোমার কথার ভাষা,
আমি শুধু পথ চেয়ে রই
মন যে সর্বনাশা।

BANGLADARSHAN.COM

মকর সংক্রান্তিতে টুসু

মকর পরবে খুশির ছোঁয়া
রাঢ় বাংলার ঘরে ঘরে,
চৌড়ল কিন্যে আনব্য বলে
বস্যে আছি হাটের মোড়ে,
জিলিপি গজা খাব বল্যে
ছুট্যে এলাম মেলার ভীড়ে,
ধামসা বাজায়ে ডাকছ্যে মরদ
অনেক দিনের পরে।

সেজে গুঁজে মেলায় গিয়ে
লাইচব্য মোরা টুসু গানে,
মকর পরব সফল করব্য
খুশির জোয়ার আনব্য প্রাণে।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর রোশনাই মাঠ জুড়্যে
হরেক খেলা মকর মেলাতে,
ঘুরব্য ফিরব্য মজা করব্য
টুসু গানে ভাসব্য আনন্দেতে।

ধ্বংস

চেনার মাঝে অচেনা রূপ
লুকিয়ে কেমন থাকে,
চিনতে গিয়ে সারা জীবন
চলছি ধাঁধাঁর ফাঁকে।

সমুদ্রের কিনারায় বসে চাতকীর
দৃষ্টি জলের পানে,
নোনা জলে পিপাসা মেটেনা
প্রাণ বাঁচে কেমনে।

পাড় ভাঙ্গনের খেলায় মেতে
তরঙ্গের গুমোর ভারি,
সৃষ্টি সুখের উল্লাস নেই
ধ্বংসের পথে রাজার বাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

পরশপাথর

অনন্তকাল ধরে মেঘকে পাঠালাম
অনেক চিঠি রাশি রাশি,
এক কলমও লিখলো না সে আমায়
বললো না তো ভালোবাসি।
নদীর কাছে শীতলতা চেয়ে চেয়ে
হয়ে যাই উদাস আমি,
পাহাড় বলে আয় না কাছে
ছেড়ে দিয়ে সব পাগলামি।
আকাশের ঐ নীল নিলীমায়
ভেসে গিয়ে মেঘকে বলি,
নাই বা তুমি লিখলে চিঠি
কানে কানে গাও প্রেমের কলি।
আমি এখন ভবঘুরে বাউল
সুর যে তুলি একতারাতে,
পরশপাথর খুঁজে ফিরি
স্বপ্ন কিনি আঁধার রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘর জামাই

ভেবেছিল পরেশ রায়
হবে সে যে ঘর জামাই,
খাবে দাবে গাড়ি চড়বে
নষ্ট করে শ্বশুর কামাই।

যেই ভাবনা সেই কাজ
পত্রিকাতে দেয় বিজ্ঞাপন,
সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী কন্যা চাই
আর চাই ধন রতন।

জুটেও গেল কন্যা একটি
বাবা প্রচুর পয়সা ওয়ালা,
উচ্চ স্বরে কন্যা তার
ঝগড়া করে এবেলা ওবেলা।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল
আনবেন শ্বশুর ঘর জামাই,
মেয়ের জন্য এমন পাত্র
হাত ছাড়া করা নাই।

বিয়ে দিয়ে বাঁচবেন বলে
খুঁজছেন জামাই হন্যে হয়ে,
জুটে গেল ঘর জামাই
সহজ পথে না বলে কয়ে।

ভালো মন্দর বাইরে সে যে
কথার ঝুড়ি আকাশ জুড়ে,
লোভে লালা পড়ছে ঝরে
বৌয়ের দিকে নজর নয় রে।

ঘর জামাই হয়ে পরেশ
বউ এর কথায় ওঠে বসে,
নজর তার বাড়ি গাড়ি
আর থাকবে রসে বশে।

BANGLADARSHAN.COM

তত্ত্বকথা

বিশ্বাস আর নিঃশ্বাস
দুটোই খুব মূল্যবান,
একবার চলে গেলে
আর ফিরে আসে না।
বন্ধু আর মনের মানুষ
দুজনকেই প্রয়োজন,
সারা জীবন খুঁজতে খুঁজতে
আজ আর ক্লান্ত হই না।
আনন্দ আর মহাতৃপ্তি
দুটোই আসে ধীরে,
অতি দ্রুত পলায়ন করে
আটকে রাখা যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

ভোগ আর উপভোগ
কখনোই এক নয়,
নিজে খেলে মহাভোগী
ভাগে উপভোগ হয়।
ধন জন আর যৌবন
চিরস্থায়ী নয়,
মন প্রসারিত যার
সবার মনের মানুষ হয়।
আসা যাওয়ার পথের মাঝে
দু দিনের পরিচয়,
ভেবে দেখ এ সংসারে
কেউ কারো নয়।

C/O ফুটপাথ

সকালে নাস্তা করে মার্সিডিস চড়ে
ফার্ম হাউসের দিকে চলল অমরেশ,
চলছিল বেশ ভালো দিনগুলো....
অবাধে বহু নারীর সঙ্গ পেতে
একটুও অসুবিধে হয়নি কখনো,
মনে বেশ ফুর্তির রেশ।

টাইটা ঢিলে হয়ে যায়
রাত করে ফেরার পথে,
দামী বিদেশী মদের গন্ধে মম করে গাড়ীর ভিতর,
ফিরছে যেন ময়ূর রথে।
পৃথিবীটা ধরে রাখে হাতের মুঠোয় টাকার বিনিময়ে,
বাড়ীতে গর্ভবতী স্ত্রী একাকী দরজায় দাঁড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সহনশীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দোষারোপ করে ভাগ্যেরে,
নীরবে নিভৃতে বেড়ে ওঠে যে
আরেক এক শয়তান জঠরে।

দাউ দাউ করে জ্বলল আগুন
ফার্ম হাউসের ঘরেতে,
এক লহমায় চূর্ণ হল সব অহংকার,
দম্ভ মিশে যায় পথে আর রাস্তাতে।
ধূলিসাৎ হল যা কিছু বৈভব
নিয়তির কঠিন ফেরে,
C/O ফুটপাথ আজ তার ঠিকানা
শত কোটি অন্যায়ের পথ ধরে।

দিও না ফাঁকি

বৃষ্টি আজ আমার ঘরে,
ভেসে গেল সুখপাখি,
ভিজিয়ে দিল চোখের পাতা,
অশ্রুসজল কালো আঁখি।
বৃষ্টি ভেজা গভীর রাতে
দূরে কেন আছো মিছে
এ মন তোমার ছল বোঝে না
বিলীন এ প্রাণ তোমা মাঝে,
ভাঙা বুকে ব্যথা বাড়ে
দিও না আর এত ফাঁকি।
এ মনে বিষম জ্বালা
তোমায় খুঁজে মরি হায়,
তোমার প্রেমে প্রাণপাখী
আমারে শুধু কাঁদায়,
পাগলপারা হই যে কালা
এ অন্তরে তোমায় রাখি।

BANGLADARSHAN.COM

মহামিলন

তাকায় দুজন দুজনের দিকে
চোখেতে মহাবিস্ময়,
নবজাতক আজ প্রপিতামহের বাহুডোরে
নব পুরাতনের মহামিলনের এসেছে সময়।

পুরোনো মোড়কে নতুন সৃষ্টি
বিশ্বের উন্মুক্ত দরবারে,
নতুন প্রজন্মকে সঁপে দিতে হবে
পুরোনো যা কিছু একেবারে,
নব পুরাতনের মহামিলনের হয়েছে সময়।

যা শেখাবে তাই ফিরে পাওয়া,
যা দেখাবে তাই শিখে যাওয়া,
নব নব রূপে পুরাতনী গান
নতুন আকাশে কত আলোড়ন,
নব পুরাতনের মহামিলনের হয়েছে সময়।

BANGLADARSHAN.COM

পথিক

আকাশ কুসুম কল্পনা মাখানো জীবনের খোঁজে
পথিক ঘুরে মরে,
অসময়ে প্লাবন এনো না
গোছানো মনের ঘরে,
জ্যোৎস্নার আলোয় আজ ম্লান ঝাড়বাতির আলো।

সৃষ্টির মাঝে লুকিয়ে থাকা
অসীম সুখের ঠিকানা,
আকাশ তলে নদীর চলার
নেই তো কোনো নিশানা,
অজানার খোঁজে পথিকের পদচিহ্ন
ঘোচায় রাতের কালো।

BANGLADARSHAN.COM

পাথর বেছানো পথটি যেন
পাহাড় ছুঁতে চায়,
আকাশ মেশে সাগরের জলে
পথিকের মনে তরঙ্গ খেলায়,
বিশ্বের বুকে পথিকের দিন
কাটে যেন ভালো।

শশীবালা

শশীবালা তোমার রূপে হই পাগলপারা
তোমায় পেয়ে আজ আকাশ
সেজেছে দেখ কেমন,
সিঁদুরের টিপ যেন জ্বলজ্বল করছে
নারীর কপালে একান্ত নিভৃতে।

মেঘ ঢেকে দিতে পারেনি তোমায় কিছুতেই,
তোমাকে আলিঙ্গন করতে দাও,
আমার বারান্দায় আজ এসো তুমি
নিঃশব্দে গভীর রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুন চাইলে

ফাগুন চাইলে গো তুমি
দিলাম তোমায় মনের আগুন,
বাতাসে উড়াই অঞ্চল
মনেতে ভীষন প্লাবন॥

মেঘের ভেলায় দিলাম পাড়ি
ভালোবাসার নেশায়,
উদাস মন তোমায় খোঁজে
দূরের ঐ নীলিমায়॥

মন আঙিনায় ফুল ফুটেছে
পাখিরা গায় গান,
নদীর জল তরঙ্গ খেলায়
আকুল করে প্রাণ॥

BANGLADARSHAN.COM

এলোমেলো

খেলা করে মানব জাতি জীবন নিয়ে রঙিন জলে
অনুর্বর মস্তিষ্কের ঘিলুতে ঘুরে বেড়ায় পার্থিব স্বপ্ন,
অন্তর্বাস পরে পানা পুকুরে ঝাঁপ দেয় যান্ত্রিক মনন
করিডোরে ছড়িয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার রত্ন।

স্তব্ধ করো আগুনের লেলিহান শিখার উর্দ্ধগমন,
আহত পাখি ডানা মেলে ওড়ে না কাটিয়ে দুঃস্বপ্ন,
পরিত্যক্ত জং ধরা লোহার চাঙর ভেঙে খান খান,
ধিকি ধিকি আগুনে পুড়ে মরতে তারা যে নিমগ্ন।

বিদ্বেষ্টা অহরহ যখন হয়ে ওঠে অনিষ্টকারী
কিসের এত বৈভব তবে কেড়ে মুখের অন্ন,
কালাপানিতে ডুবে মরে অসুস্থ আদিম মানবজাতি
ভক্ষক সেজে লুণ্ঠনে রক্ষকগণের চিত্ত প্রসন্ন।

BANGLADARSHAN.COM

*বন্ধুর জন্মদিনে

আজ রুণার শুভ জন্মদিন
অনেক স্মৃতির মধ্যে
ভাসছি সারাটা দিন,
একসঙ্গে পথ চলতাম
এই তো ঐ সে দিন,
বুকের ভেতরে বাজছে আজ
সুরের নতুন বীণ॥

মোরা সবাই বিনি সুতোয়
গাঁথা ফুলের মালা,
পড়া, প্রেম, গল্পের ফাঁকে
চলত কতই খেলা,
রোদ বৃষ্টি ঝড় জলেও
স্কুলে যাবার পালা,
বুঝে না বুঝেই কাটিয়ে দিতাম
কত প্রহর বেলা॥

BANGLADARSHAN.COM

দিনের পরে রাত কাটিয়ে
ফেলে এলাম ছেলেবেলা,
তবুও স্মৃতিরা উজ্জ্বল হয়ে
মনেই করে খেলা॥

সহপাঠী

আমার মনের অসীম আনন্দ
সহপাঠীদের ঘিরে,
ব্যস্ত জীবন থাকুক যতই
তোরাই আছিস মনের ভীড়ে।

অবিনশ্বর অম্লান তোরা
আমার প্রাণের মাঝে,
ঝংকৃত হয়ে রইবি চিরদিন
প্রথিত সকল কাজে।

তোরাই প্রভাতের নরম রোদ
তোরাই রাতের তারা,
তোদের নিয়ে রাখবো যতনে
হয়ে পাগল পারা।

BANGLADARSHAN.COM

বিদায় বেলা

পৃথিবীর আলো জীবনে আনে
অপরূপ রূপের সাজ,
জীবনের হিসাব মেলাতে যাওয়া
ভীষণ জটিল কাজ।

এই জীবন নিজ স্বপ্ন বাঁচাতে
আপনজনকে দুরে রাখে,
জীবন আবার আপনজনকে খুশি রাখতে
নিজের স্বপ্নকে দূরে রাখে পথের বাঁকে।

জীবনের সূর্যোদয় পূর্ব পানে
জন্মের সাথে সাথে চলমান,
আহ্নিক গতির নিয়ম মেনে
সূর্যাস্তের কালে জীবনাবসান।

BANGLADARSHAN.COM

এ জীবনের বন্ধনে থাকে
মন প্রাণ আর কায়া,
জীবনের অন্তিম লগ্নে
ছাড়ি সকল সুখ আর মায়া।

॥সমাপ্ত॥